দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

মিঠাপুকুরে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

■ মিঠাপুকুর (রংপুর) সংবাদদাতা

রংপুরের মিঠাপুকুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি মিলে টাকাগুলো আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। এছাড়াও শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সারাদিন বসিয়ে রেখে রাত নয়টার সময় অর্ধেক টাকা দেয়া হয়েছে। ঘটনা ঘটেছে উপজেলার বান্দেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সরেজমিনে রবিবার সকালে বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, অনেক অভিভাবকের ভিড়। প্রধান শিক্ষকের কক্ষের সামনে জটলা বেঁধে রয়েছেন তারা। এ সময়ে অভিভাবক মৌলুদা বেগম বলেন, 'আমার ছেলে নুর মোস্তাফিজ এই বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। শনিবার আমাদের উপবৃত্তির টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজার রহমান রাত নয়টা পর্যন্ত বসিয়ে রেখে অর্ধেক টাকা দিয়েছেন। আরেক অভিভাবক সাজেদা বেগম বলেন, আমার দু'সন্তান এই বিদ্যালয়ে পড়ে। আমাকে একটি টাকাও দেওয়া হয়নি। পল্লী চিকিৎসক ও অভিভাবক ডা. রুহুল আমিন বলেন, আমার স্ত্রী সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বসেছিল। পরে রাতে অর্ধেক টাকা দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বান্দেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ৫৮, দ্বিতীয়তে ৫০, তৃতীয়তে ৪৩, চতুর্থতে ৪৩ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ৫৩ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। শিক্ষার্থীরা প্রতিমাসে একশ' করে উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু গত একবছর ধরে উপবৃত্তির টাকা প্রদান করা হয়নি। একজন শিক্ষার্থীর এক হাজার দু'শ' টাকা করে বরাদ্দ আসে। বরাদ্দকৃত টাকা গত শনিবার দেয়ার জন্য অভিভাবকদের ডাকা হয়। অভিভাবকেরা অভিযোগ করেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সভাপতির যোগসাজশে উপবৃত্তির অর্ধেক টাকা কেটে নেন।

গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম দীলিপ বলেন, 'উপবৃত্তির টাকা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে শুনে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিভাবকদের শান্ত করি।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজার রহমান বলেন, টাকা দেওয়া নিয়ে সামান্য ঝামেলা হয়েছিল। রাতে প্রায় সকল অভিভাবককেই টাকা দেওয়া হয়েছে। পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও গোপালপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সামছুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের সমন্বয়ের অভাবে সামান্য ঝামেলা হয়েছিল। পরে সবাইকে টাকা দেওয়া হয়েছে।' উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সায়লা জেসমিন বলেন, উপবৃত্তির টাকা দেওয়ার জন্য ভেন্যু করা হয়েছিল। কিন্তু তারা কেন বিদ্যালয়ে গিয়ে টাকা প্রদান করলো। আমি ব্যাংকের লোকজনদের সাথে কথা বলে বিষয়টি জানার চেষ্টা করছি।' উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন বলেন, 'বিষয়টি আমি শুনিনি। জানার পর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।'